২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত ২৩২টি সমাপ্ত প্রকল্প এর

মূল্যায়ন প্রতিবেদন

মুখবন্ধ

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) এর বাস্তবায়নে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্য (এসডিজি) প্রণয়নের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এসডিজি প্রণয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ হতে সকল সদস্য রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার নিকট প্রস্তাব আহবান করা হলে স্বল্পতমসময়ের ব্যবধানে জুন,2013 মাসে বাংলাদেশের প্রস্তাবনা জাতিসংঘে প্রেরণ করা হয়। 11টি অভীষ্ট লক্ষ্য (Goals), 58টি লক্ষ্যমাত্রা (Targets) ও 241টি সূচক- এর আলোকে প্রণীত প্রস্তাবনাটির মধ্যহতে বাংলাদেশের প্রস্তাবিত 10টি লক্ষ্যই জাতিসংঘের চূড়ান্তকৃত এসডিজি –তে প্রতিফলিত হয়েছে যা জাতিসংঘের ১৭তম সাধারণ অধিবেশনে অনুমোদিত হয়। জাতিসংঘের ঘোষণাটি ছিল-

'Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development'।

সরকারের উন্নয়ন রূপকল্প ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নীতি ধারাবাহিকতার দিকটিতেও বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) এর অনর্জিত লক্ষ্যসমূহ চিহ্নিত করাসহ টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্য (এসডিজি)-এর লক্ষ্যমাত্রা সমূহের প্রায় ৮২% সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তা অর্জনের প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। এসডিজি-এর 17টি অভীষ্টলক্ষ্য এবং অন্তগত 169টি লক্ষ্যমাত্রার সাথে সমন্বিত করে সপ্তম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সংশ্লিষ্ট এসডিজি লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (Target) চিহ্নিতকরে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রণয়ন করা হয়। প্রতিবছরই এডিপিতে প্রকল্পের সংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমনি এডিপির কলেবরও বাড়ছে। এডিপির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন, সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর সরবরাহ বৃদ্ধি, ডিজিটাল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মসূচির প্রসার, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ, নারীর ক্ষমতায়ন, অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ ইত্যাদি অর্জন করা হচ্ছে। ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে দেশের সামষ্টিক স্থিতিশীলতা ও ঈপ্সিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) প্রতিবছর এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করছে। এডিপি বাস্তবায়ন পর্যালোচনার অংশ হিসেবে প্রতিবছর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়। এছাড়া প্রতি অর্থবছর সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন সম্পাদন করাও এডিপি পর্যালোচনার অংশ।

প্রতিবছর আইএমইডি সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সংকলন প্রকাশ করে থাকে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক মোট ২৩২টি প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষিত হয়। তম্মধ্যে ২২৯টি প্রকল্প পরিদর্শনপূর্বক সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন (Terminal Evaluation) প্রতিবেদন প্রণয়ন করে এ সংকলনটি প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। PCR না পাওয়ায় তিন'টি প্রকল্পের Terminal Evaluation প্রতিবেদনের পরিবর্তে প্রকল্প ৩টির সংক্ষিপ্ত-সার এ সংকলনে সন্নিবেশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে Terminal Evaluation-সমূহ আলাদাভাবে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এ সংকলনে একটি নির্বাহী সার-সংক্ষেপ (Executive Summary) অন্তর্ভুক্ত করে উল্লিখিত অংশে

এডিপি'র ১৬ সেক্টরভিত্তিক ও মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। নির্বাহী সার-সংক্ষেপে এডিপি'র আওতায় পরিচালিত সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তদপ্রেক্ষিতে সুপারিশ সন্নিবেশিত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক উক্ত সুপারিশের আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে আরও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য, প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে Project Completion Report (PCR) প্রণয়ন করে আইএমইডি'তে প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে। প্রতিটি প্রকল্পের PCR পর্যালোচনা এবং প্রকল্প অফিস ও প্রকল্প এলাকা হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক প্রকল্পের Terminal Evaluation প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। যথাসময়ে Terminal Evaluation প্রতিবেদন প্রণয়ন PCR প্রাপ্তির উপর নির্ভরশীল। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে PCR আইএমইডি'তে প্রেরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণকালে এ সংকলনটি তথ্য ভান্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এছাড়া, বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী উন্নয়ন, শিক্ষা ও গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক গবেষণার 'সেকেন্ডারী তথ্য' উৎস হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। সর্বোপরি, এ সংকলনটি ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রাক্কলন নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। এ বিভাগে কর্মরত আমার সহকর্মীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ সংকলনটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছি।

তারিখ: ০৬ পৌষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
২০ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী
সচিব